

উচ্চ মাধ্যমিক-বাংলা ২য় পত্র। সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্ন ও সমাধান।

#পরীক্ষা-২০২৫

৩। ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি ৫ নম্বর

বোর্ড নির্ধারিত প্রশ্ন:

ক)

ধাপ-১

১। ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলতে কী বোঝ? ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ লেখ।

***২। বিশেষ্য কাকে বলে? উদাহরণসহ বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

৩। বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণসহ প্রকারভেদ লেখ।

ধাপ-২

৪। ক্রিয়া বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ লেখ।

৫। আবেগশব্দ বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ এর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো। (ঢা.বো-২৩,২৪)

অথবা

খ) নিম্নরেখ শব্দগুলোর ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ কর।

(৮ টি শব্দ দেওয়া থাকবে তার মধ্যে ৫টির উত্তর করতে হবে)

সমাধান:

১। ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলতে কী বোঝ? ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর: ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি: প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের পদপ্রকরণকে হালনাগাদ করে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে ব্যাকরণগতভাবে যে কয়ভাবে ভাগ করা হয় তাকে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে। ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি আট প্রকার-
যথা:- বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগশব্দ, যোজক এবং অনুসর্গ।

ক. বিশেষ্য: যে শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, জাতি, গোষ্ঠী, সমষ্টি, গুণ বা অবস্থার নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে।

যেমন:- নজরুল বাংলাদেশের জাতীয় কবি। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী।

খ. সর্বনাম: বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলে।

যেমন:- সে ভালো ছেলে, তার অনেক সুনাম রয়েছে।

গ. বিশেষণ: যে শব্দ অন্য কোন শব্দকে বিশদ বা সীমিতভাবে বিশেষিত করে তাকে বিশেষণ বলে।

যেমন:- নীল আকাশ। সবুজ বাংলা।

ঘ. ক্রিয়া: যে শব্দ দ্বারা কোন কিছু করা,হওয়া,ঘটা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়া বলে।

যেমন:- অপু কাঁদছে। শিমু ফুল তুলছে।

ঙ. ক্রিয়াবিশেষণ: যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে।

যেমন:- ট্রেনটি দ্রুত চলতে শুরু করল। ফারহান জোরে হাঁটে।

চ. আবেগ শব্দ: যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে মনের বিশেষ ভাব বা আবেগ প্রকাশ করে, তাকে আবেগ শব্দ বলে। যেমন:- হায়! এটা তুমি কী করলে! বাহ! কী সুন্দর দৃশ্য!

ছ. যোজক:- যে শব্দ একটি বাক্যাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যাংশ অথবা বাক্যে অবস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে যোজক বলে।

যেমন:- এতো পড়াশোনা করলাম কিন্তু 'এ' প্লাস পেলাম না। সারাদিন বৃষ্টি হল তবুও গরম গেল না।

জ. অনুসর্গ:- যে শব্দ কখনো স্বাধীনরূপে, আবার কখনো বা শব্দবিভক্তির ন্যায় ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, তাকে অনুসর্গ বলে। যেমন:- গ্রীষ্মের পরে বর্ষা ঋতু। রান্নার জন্য রাঁধুনি ব্যাকুল।

২। প্রশ্ন: বিশেষ্য কাকে বলে? উদাহরণসহ বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

বিশেষ্য: যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোন ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম, বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে।

যেমন:- ছেলে, মেয়ে, ঢাকা, খুলনা, দয়া, মায়া, কান্না ইত্যাদি।

বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ

১। সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য (proper noun): যে শব্দ দ্বারা সুনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, স্থান, দেশ, দিন, মাস, বই, গল্প, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, পত্রিকা, চিত্রকর্ম, শিল্পকর্ম, ইত্যাদির নাম বোঝায় তাকে সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য বলে।

যেমন:- সুকান্ত, সিমলা, শ্রাবণ, সংশপ্তক, মোনালিসা।

২। সাধারণ বিশেষ্য (common noun): যে শব্দ দ্বারা কোন প্রাণী, উদ্ভিদ, পদার্থ, বা অন্য কোন জাতি বা শ্রেণির সাধারণ নাম বোঝায় তাকে সাধারণ বিশেষ্য বলে। যেমন:- মানুষ, পাখি, পাহাড়, নদী, বাঙালি ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, গণনযোগ্যতা ও সজীবতার ভিত্তিতে এই সাধারণ বিশেষ্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করা যায়-

▲ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা অনুসারে: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা অনুসারে সাধারণ বিশেষ্যকে দুটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা যায় -

১। মূর্ত বিশেষ্য (Concrete noun): ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর ঘ্রাণ নেওয়া যায় কিংবা যাকে দেখা, পরিমাপ করা বা স্পর্শ করা যায় তাকে মূর্ত বিশেষ্য বলে। যেমন:- টুপি, গোলাপ, কাঁটা, বই, কলম ইত্যাদি।

২। ভাব বিশেষ্য (Abstract noun): ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর ঘ্রাণ নেওয়া যায় না কিংবা যাকে দেখা, পরিমাপ করা বা স্পর্শ করা যায় না তাকে বিমূর্ত বিশেষ্য বা ভাব বিশেষ্য বলে। যেমন:- রাগ, ক্ষমা, আনন্দ, কষ্ট ইত্যাদি।

▲ গণনযোগ্যতা অনুসারে: গণনযোগ্যতা অনুসারে সাধারণ বিশেষ্যকে তিনটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১। গণন বিশেষ্য (Count noun): যাকে সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যায় এবং যার বহুবচন করা চলে তাকে গণন বিশেষ্য বলে।

যেমন:- ফুল, গরু, চেয়ার, টেবিল, থালা, বাটি ইত্যাদি।

২। পরিমাপ বিশেষ্য (Mass noun): যাকে সংখ্যা দ্বারা গণনা করা যায় না কিন্তু পরিমাপ করা চলে তাকে পরিমাপ বিশেষ্য বলে।

যেমন:- চিনি, লবণ, তেল, চাল, ডাল, কাপড়।

৩। সমষ্টি বিশেষ্য (Collective noun): যে শব্দ দ্বারা কোন দল বা গোষ্ঠীর একক বা সমষ্টি বোঝায় তাকে সমষ্টি বিশেষ্য বলে।

যেমন:- ছাত্র, পুলিশ, সভা, সমিতি, শ্রেণি, দল।

▲ সজীবতা অনুসারে: সজীব বা সক্রিয় সত্তা কিনা তার ভিত্তিতে সাধারণ বিশেষ্যকে দুটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১। সজীব বিশেষ্য (Animate noun): যে বিশেষ্য দ্বারা কোন সজীব ও সক্রিয় সত্তার সাধারণ শ্রেণিকে বোঝায় তাকে সজীব বিশেষ্য বলে। যেমন:- বিড়াল, বাঘ, সিংহ, মামা, চাচা, পাঠক, দর্শক ইত্যাদি।

২। অসজীব বিশেষ্য (Inanimate noun): যে বিশেষ্য দ্বারা কোন ধারণা যোগ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিংবা নিজীব বস্তু বোঝায় তাকে অসজীব বিশেষ্য বলে। যেমন:- ঘর, বাড়ি, শাড়ি, খাতা, কলম, আকাশ ইত্যাদি।

৩। বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণসহ প্রকারভেদ লেখ।

বিশেষণ: যে শব্দশ্রেণি দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে বিশেষণ বলে। যেমন:- লাল দালান, সুন্দর প্রকৃতি, চটপটে গৃহিণী, একটি ফুল, প্রথম পুরস্কার।

বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ:

প্রধানত তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যথা-

১। শব্দনির্ভর:

একটি বিশেষণ কোন শ্রেণির শব্দকে বিশেষিত করে তার উপর ভিত্তি করে এ ধরনের শব্দনির্ভর শ্রেণি বিভাগ করা হয়। এ দিক থেকে বিশেষণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

এক. নাম বিশেষণ: যে বিশেষণ কোন বিশেষ্য বা সর্বনামকে বিশেষিত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে।

যেমন: বিশেষ্যের বিশেষণ: সবাই তাজা মাছ খেতে পছন্দ করে।

সর্বনামের বিশেষণ: সে রূপবতী হলেও গুণবতী নয়।

দুই. অতি বিশেষণ বা তীব্রক: যে বিশেষণ অপর কোন বিশেষণক অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে তাকে অতি

বিশেষণ বা তীব্রক বলে। এই অতি বিশেষণ আবার দুই প্রকার:-

ক) বিশেষণের বিশেষণ- তিনি খুব ভাল মানুষ।

খ) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ- রকেট অতি দ্রুত চলে।

২। গঠননির্ভর:

বিশেষণ শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

এক. মৌলিক বিশেষণ: যে বিশেষণকে ব্যাকরণগতভাবে আর কোন ক্ষুদ্রতর অংশে রূপান্তর বা বিভক্ত করা যায় না তাকে মৌলিক বিশেষণ বলে। যেমন:- ভালো, মন্দ, উঁচু, নিচু, লাল, নীল, টক, মিষ্টি ইত্যাদি।

দুই. সাধিত বিশেষণ: যে বিশেষণকে ব্যাকরণগতভাবে আরও এক বা একাধিক ক্ষুদ্রতর অংশে রূপান্তর বা বিভক্ত করা যায়

তাকে সাধিত বিশেষণ বলে। যেমন:- ডুবন্ত জাহাজ, উড়ন্ত বিমান ইত্যাদি।

৩। অবস্থান নির্ভর

বাক্যস্থিত অন্য শব্দের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশেষণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. সাক্ষাৎ বিশেষণ: যে বিশেষণ সরাসরি বাক্যের বিশেষিত শব্দের আগে বসে তাকে সাক্ষাৎ বিশেষণ বলে।

যেমন:- গভীর জল, নীল শাড়ি, লাল জামা ইত্যাদি।

দুই. বিধেয় বিশেষণ: যে বিশেষণ বাক্যের বিধেয় অংশে বসে তাকে বিধেয় বিশেষণ বলে।

যেমন:- ছেলেটি খুব দুষ্ট, বাবা অসুস্থ, গানটি খুব মিষ্টি ইত্যাদি।

২। ক্রিয়া বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ লেখ।

ক্রিয়া: যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোন কিছু করা, ঘটনা, হওয়া, ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়া বলে।

যেমন:- সে হাসছে। বাগানে ফুল ফুটেছে। আকাশে পাখি ওড়ে।

নানা মানদণ্ডে ক্রিয়াকে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১। ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণতা অনুসারে:

ক। সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যেমন:- ছেলেরা বল খেলছে। সুমন ভাত খাচ্ছে।

খ। অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যেমন:- আমি বাড়ি গিয়ে ভাত খাব। সে কাজটি করে বাসায় যাবে।

২। কর্মপদ অনুসারে:

ক। অকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের অন্তর্গত যে ক্রিয়া কোন কর্ম গ্রহণ করে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন:- শিশুটি খেলছে।

খ। সাকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের অন্তর্গত যে ক্রিয়া মাত্র একটি কর্ম গ্রহণ করে তাকে সাকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন:- ইউসুফ বই পড়ে।

গ। দ্বিকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের অন্তর্গত যে ক্রিয়া দুটি কর্ম গ্রহণ করে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন:- বাবা আমাকে চিঠি লিখেছেন।

ঘ। প্রযোজক ক্রিয়া: কর্তার যে ক্রিয়া অন্যকে দিয়ে করানো হয় তাকে প্রযোজক বা গিজন্ত ক্রিয়া বলে।

যেমন:- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

৩। গঠন অনুসারে:

গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক। যৌগিক ক্রিয়া: একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন:- দেখে ফেলেছে, ধরে ফেলেছে, বেজে উঠল, চলে গেছে ইত্যাদি।

খ। সংযোগমূলক ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধন্যাত্মক শব্দের সাথে সমাপিকা ক্রিয়া যোগ করে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে সংযোগমূলক ক্রিয়া বলে। যেমন:- নাচ করা, গান গাওয়া, ধৈর্য ধরা ইত্যাদি।

৪। স্বীকৃতি অনুসারে:

ক.অস্তিবাচক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা অস্তিবাচক বা হ্যাঁ-বোধক অর্থ প্রকাশ পায় তাকে অস্তিবাচক ক্রিয়া বলে।

যেমন:- আমি কাল বাড়ি যাব।

খ. নেতিবাচক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা নেতিবাচক বা না বোধক অর্থ প্রকাশ পায় তাকে নেতিবাচক ক্রিয়া বলে।

যেমন:- সে আমার কথা বোঝেনি।

৫। আবেগশব্দ বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ আবেগশব্দের প্রকারভেদ লেখ।

যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে মনের বিশেষ ভাব বা আবেগ প্রকাশ করে তাকে আবেগশব্দ বলে। যেমন:- বাহ! কী সুন্দর দৃশ্য। উঃ! কী যন্ত্রণা।

প্রকাশ অনুসারে আবেগ শব্দকে কয়েকভাবে ভাগ করা যায়-

১. সিদ্ধান্তবাচক আবেগশব্দ: যে আবেগ শব্দ দ্বারা অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন, ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয় সেসব শব্দকে বলা হয় সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ। যেমন:- বেশ! তোমার কথাই মানলাম। উঁহু! এটা ধরবে না।
২. প্রশংসাবাচক আবেগশব্দ: যে আবেগ শব্দ প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশ করে তাকে প্রশংসাবাচক আবেগশব্দ বলে। যেমন:- শাবাশ! চমৎকার রেজাল্ট করেছ। বাঃ! তোমার হাতের লেখা খুব সুন্দর।
৩. বিরক্তিবাক্য আবেগশব্দ: অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব যে আবেগ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে বিরক্তিবাক্য আবেগশব্দ বলে। যেমন:- ছিঃ! এমন কাজটা তুমি করতে পারলে। কী অসহ্য! আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব।
৪. ভয় ও যন্ত্রণাবাক্য আবেগশব্দ: যে আবেগ শব্দ দ্বারা আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা, ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে বলা হয় ভয় ও যন্ত্রণাবাক্য আবেগশব্দ। যেমন:- উঃ! কী যে যন্ত্রণা। ও মা! কী অন্ধকার।
৫. বিস্ময়বাচক আবেগশব্দ: যে আবেগ শব্দ দ্বারা বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার মনোভাব প্রকাশ পায় তাকে বিস্ময়বাচক আবেগ শব্দ বলা হয়। যেমন: আরে! তুমি কখন এলে? তাই! ও ফিরে এসেছে?
৬. করুণাবাক্য আবেগশব্দ: যে আবেগ শব্দ দ্বারা করুণা বা সহানুভূতি মূলক মনোভাব প্রকাশ পায় তাকে করুণাবাক্য আবেগ শব্দ বলে। যেমন:- আহা! ছেলেটার মা-বাবা কেউ নেই। হায় হায়! সে এখন যাবে কোথায়!
- ৭। সম্বোধনবাচক আবেগশব্দ: যে আবেগ শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাকে সম্বোধনবাচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন:- হে মহান, তোমাকে অভিবাদন! ওরে, যাসনে।

অথবা

খ) নিম্নরেখ শব্দগুলোর ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ কর। (৮ টির মধ্যে ৫টি)

আ। নিচের বাক্য থেকে পাঁচটি বিশেষণ শব্দ চিহ্নিত কর।

আজ সাদা আকাশ ছেয়ে গেছে। হঠাৎ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। তালহা ভাঙ্গা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

আ। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়াপদ চিহ্নিত কর।

‘এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম। বিনুদাদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্কুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তাহার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল।

ই। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়াবিশেষণ চিহ্নিত কর।

বাবা সকালে দ্রুত বেরিয়ে গেছেন। তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। ঘরে বসে একমনে টিভি দেখছিল ছোট বোন। এসময় কেউ টিভিতে গুনগুনিয়ে গান করছিল। হঠাৎ বাবা এসে বললেন, তাঁর চশমাটা চট করে খুঁজে দিতে।

ঈ। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি সর্বনাম চিহ্নিত কর।

কবি কাজী নজরুলের জীবনের পরিণাম অত্যন্ত করুণ। মস্তিষ্কে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪২ সাল থেকেই তিনি ছিলেন জীবিত থেকেও মৃত। দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন নির্বাক ও ভাবশূন্য। ১৯৭৬ সালে কবির জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হলে তাঁর সমাধি রচিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে। গানে তিনি এ আশা ব্যক্ত করেছিলেন, ‘মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়ে ভাই।’ তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

উ। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য চিহ্নিত করো। (দিনাজপুর বোর্ড- ২০২৪)

বিষয়ের গভীরতা উপলব্ধি করা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে মানুষ হিসেবে নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করা অবাস্তব মনে হয়। আমরা জানি, যেকোনো দক্ষতা একজন ব্যক্তির বিশেষ গুণ। কিন্তু সেরূপ কিছু অর্জনের জন্য সভা-সমিতির সদস্য হওয়া জরুরি নয়। অজস্র লোকই এ-কথা বুঝতে অক্ষম।

উত্তর: অ। সাদা, গুড়ি গুড়ি, ভাঙ্গা, বেখেয়ালি, হালকা, মৃদু আ। গিয়া, করিয়া তুলিয়াছিলাম, জ্বালিয়ে দিয়েছিল, বুঝিয়াছিলাম, দেখিলাম, রহিল ই। দ্রুত, টিপটিপ, একমনে, গুনগুনিয়ে, হঠাৎ, চট করে ঈ। তিনি, তাঁর, এ, আমায়, সে। উ। গভীরতা, মানুষ, দক্ষতা, ব্যক্তি, সভা-সমিতি, লোক

উ। নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

I. দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? II. সাদা কাপড় পরলেই মন সাদা হয় না। III. মোদের গরব মোদের আশা আমরা বাংলা ভাষা। IV. রবীন্দ্রনাথ তো আর দুজন হয় না। V. বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য। VI. শাবাশ! দারুণ খেলেছে আমাদের ছেলেরা। VII. আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ এক রকম নয়। VIII. তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন।

উ। I. অনুসর্গ II. বিশেষণ III. সর্বনাম IV. বিশেষ্য V. ক্রিয়া VI. আবেগশব্দ VII. যোজক VIII. ক্রিয়া বিশেষণ

উ। নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

I. চলো কোথাও একটু ঘুরে আসি। II. ট্রেনটা এখনই এসে পড়বে। III. নদীর বুকে চর জেগেছে। IV. এত চিনি দিলাম তবু মিষ্টি হলো না। V. বিপদ কখনও একা আসে না। VI. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। VII. আমাদের যাত্রা সমুদ্র অভিযুগে। VIII. হে বন্ধু, বিদায়।

উ। i. সর্বনাম ii. ক্রিয়া iii. বিশেষ্য iv. যোজক v. বিশেষ্য vi. বিশেষ্য vii. অনুসর্গ viii. আবেগশব্দ

ঋ। নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

I. প্রগাঢ় নিকুঞ্জ II. সিন্ধু নীলাশ্রয়ী। III. পুলকিত সচ্ছলতা IV. তিনটি ফুল আর অনেক পাতা। V. বিপদ কখনও একা আসে না। VI. নীল, হলুদ, বেগুনি অথবা সাদা। VII. তুমি আমার পূর্ব-বাংলা। VIII. নিপুণ দক্ষতায় কাজটি শেষ হলো।

ঋ। i. বিশেষণ ii. বিশেষ্য iii. বিশেষণ iv. বিশেষণ v. বিশেষ্য vi. যোজক vii. সর্বনাম viii. বিশেষণ

এ। নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

I. পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন। II. মোদের গরব মোদের আশা আমারি বাংলা ভাষা। III. আজ নয় কাল সে আসবেই। IV. তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত। V. হঠাৎ সে দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে। VI. বাঃ! চমৎকার একটা গল্প লেখেছে। VII. শুভ্র সমুজ্জল এ তাজমহল। VIII. সে মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

এ। i. বিশেষ্য ii. সর্বনাম iii. যোজক iv. বিশেষ্য v. ক্রিয়া বিশেষণ vi. আবেগশব্দ vii. বিশেষ্য viii. ক্রিয়া

ঐ। নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

I. তুমি যে আমার কবিতা। II. আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর। III. করিম ও রহিম দুই ভাই। IV. বাঃ! চমৎকার একটা গল্প লিখেছে। V. ভালো আমটি খাও। VI. যথা ধর্ম তথা জয়। VII. শুভ্র সমুজ্জল এ তাজমহল। VIII. দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

i. সর্বনাম ii. বিশেষণ iii. যোজক iv. আবেগশব্দ v. বিশেষণ vi. যোজক vii. বিশেষ্য viii. অনুসর্গ

ও। নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো:

I. এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী মিছিল। II. পড়ন্ত বিকেলে হাটতে ভালো লাগে। III. অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খায়। IV. আজ নয় কাল সে আসবেই। V. পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন। VI. শাবাশ! দারুণ খেলছে আমাদের ছেলেরা। VII. চলো কোথাও বেড়াতে যাই। VIII. অধিক ভোজন অনুচিত।

i. বিশেষ্য ii. বিশেষণ iii. যোজক iv. যোজক v. বিশেষ্য vi. আবেগশব্দ vii. সর্বনাম viii. বিশেষ্য

২০২৪ সালের বোর্ডপ্রশ্নসমূহ (৩।খ)

ঢাকা বোর্ড-২৪

I. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা। II. বিপন্ন মানবতার পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত। III. কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা। IV. হায় হায়! ওর এখন কী হবে! V. আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। VI. গাড়িটা বেশ জোরে চলে। VII. আমি তো এসেছি একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে। VIII. ফেলে দিল রাতে-গাঁথা সঁউতি ফুলের মালা।

i. বিশেষণ ii. অনুসর্গ iii. বিশেষণ iv. আবেগশব্দ v. ক্রিয়া vi. বিশেষণ/ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ vii. বিশেষ্য viii. ক্রিয়া

রাজশাহী বোর্ড-২৪

I. অনলে পুড়িয়া গেলো। II. পায়েহাঁটা পথ ধরে সোজা এগিয়ে গেলাম। III. সবাই কক্সবাজার যেতে চাইছে। IV. কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়নি। V. আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা। VI. আজ খুব ঠাণ্ডা লাগছে। VII. সূর্যকিরণ গুঁষিতেছে জল। VIII. আজ নয় কাল তুমি আসবে।

i. বিশেষ্য ii. বিশেষণ iii. ক্রিয়া iv. ক্রিয়া বিশেষণ v. বিশেষণ vi. বিশেষণ vii. ক্রিয়া viii. যোজক

যশোর বোর্ড-২৪

I. অনেকে ভাতের বদলে রুটি খায়। II. অধিক ভোজন অনুচিত। III. আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর। IV. যথা ধর্ম তথা জয়। V. সবাই রাঙামাটি যেতে চাইছে। VI. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। VII. কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। VIII. হে বন্ধু, বিদায়।

i. অনুসর্গ ii. বিশেষ্য iii. বিশেষণ iv. যোজক v. সর্বনাম vi. যোজক vii. ক্রিয়া বিশেষণ viii. আবেগ শব্দ

চট্টগ্রাম বোর্ড-২৪

I. বিপদ কখনো একা আসে না। II. বাহ! আমাদের মেয়েরা দারুণ খেলেছে। III. বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য। IV. মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম। V. অহংকারের পৌরুষ অনেক অনেক ভালো। VI. অতএব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। VII. ফুল কি ফোটেনি শাখে। VIII. কিন্তু উত্তেজনায় উঠে বসলাম।

i. বিশেষ্য ii. আবেগ শব্দ iii. ক্রিয়া iv. বিশেষ্য v. বিশেষ্য vi. বিশেষ্য vii. ক্রিয়া viii. ক্রিয়া

বরিশাল বোর্ড-২৪

I. বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি। II. অনেকক্ষণ ধরে মাঠে হাঁটছি। III. আহা! বেচারার কত কষ্ট। IV. রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না। V. আমার মন নরম হইল। VI. মানুষ-ধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম। VII. বেশ, তাই হবে। VIII. নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।

i. বিশেষ্য ii. ক্রিয়া বিশেষণ iii. আবেগ শব্দ iv. বিশেষণ v. বিশেষণ vi. বিশেষ্য vii. আবেগ শব্দ viii. ক্রিয়া

কুমিল্লা বোর্ড- ২৪

বাড়িতে সেদিন কুটুম এসেছিল, সঙ্গে এসেছিল এক গাদা রসগোল্লা আর সন্দেশ। প্রকাশ্য ভাগটা প্রকাশ্যে খেয়ে ভাঁড়ার ঘরে গোপন ভাগটা মুখে পুরে চলেছি, কোথা থেকে সে এসে খপ করে হাত ধরে ফেলল। রাগ করে মুখের দিকে তাকাতে সে এমন ভাবে হাসল যে লজ্জা পেলাম।

উত্তর: কুটুম – বিশেষ্য, রসগোল্লা – বিশেষ্য, প্রকাশ্য – বিশেষণ, ফেলল – ক্রিয়া, লজ্জা – বিশেষ্য

ময়মনসিংহ বোর্ড- ২০২৪

- i. বাঃ! চমৎকার একটা দৃশ্য দেখলাম। ii. আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। iii. সে নিজে অঙ্কটা করেছে।
iv. তুমি আর আমি প্রতিদিন কলেজে যাই। v. ছেলেটা জোরে চিৎকার করে উঠল। vi. নীল আকাশের নিচে বসে আছি।
vii. আগামীকাল তুমি একবার এসো। viii. ময়না পাখি কথা বলতে পারে।

i.আবেগ শব্দ ii. বিশেষণ iii. সর্বনাম iv. যোজক v. ক্রিয়া বিশেষণ vi. বিশেষণ vii. ক্রিয়া viii. বিশেষ্য

আলিম পরীক্ষা- ২০২৪

- i. চলো কোথাও একটু ঘুরে আসি। ii. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। iii. ফুল বিনা মালা হয় না। iv. আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ এক রকম নয়। v. পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন। vi. বাহবা! আমাদের দল খেলায় জিতেছে। vii. পড়ন্ত বিকেলে হাঁটতে ভালো লাগে। viii. ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী।

i.সর্বনাম ii. বিশেষণ iii. অনুসর্গ iv. যোজক v. বিশেষ্য vi. আবেগ শব্দ vii. বিশেষণ viii. বিশেষ্য

(সীমিত: অধিক অনুশীলন প্রয়োজন)

নমুনা প্রশ্ন: ৩। ক) আবেগশব্দ বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ এর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

অথবা খ) নিম্নরেখ শব্দগুলোর ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর। (যেকোনো পাঁচটি)

- I. প্রগাঢ় নিকুঞ্জ II. পড়ন্ত বিকেলে হাঁটতে ভালো লাগে। III. পুলকিত সচ্ছলতা IV. এত চিনি দিলাম তবু
মিষ্টি হলো না। V. পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন। VI. শাবাশ! দারুণ খেলেছে আমাদের ছেলেরা।
VII. শুভ্র সমুজ্জল এ তাজমহল। VIII. তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন।

মো. হুমায়ন ফরিদ

প্রভাষক (বাংলা)

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

নির্ব্বার, ঢাকা সেনানিবাস।

কথাসংখ্যা- ০১৭২৫৮৮৯৫১১

ভূতপূর্ব

প্রভাষক- ইম্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস

সহকারী শিক্ষক - পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর

সহকারী শিক্ষক - সাভার ল্যাবরেটরি স্কুল